দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 27 APR 20 3
পৃষ্ঠা ... ৭ ... ৪

সরকারী কলেজে সাড়ে তিন হাজার শিক্ষকের পদ খালি, আজ বিক্ষোভ সমাবেশ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ দেশের সরকারী কলেজগুলোতে সাড়ে তিন হাজার শিক্ষকের পদ খালি। তিন হাজারেরও বেশি শিক্ষক অস্থায়ী হিসাবে অনিয়মিত বেতনে কাজ করছেন। মন্ত্রণালয় অনুমোদিত পাঁচ হাজার শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হলেও তা পূরণ করা হচ্ছে না। এ অবস্থায় প্রশাসন ক্যাডারের দেড় শ' কর্মকর্তাকে শিক্ষকদের ওপর খবরদারি করার জন্য বসানো হয়েছে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট পদে। এতে দেশের সার্বিক শিক্ষা কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ধ্বংসের চক্রান্ত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি। শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ধ্বংসের প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে লাগাতার আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি। কর্মসূচীর অংশ হিসাবে আজ রবিবার সকাল ১০টায় শিক্ষা ভবন চত্বরে শিক্ষকরা বিক্ষোভ সমাবেশ করবেন। ছয়টি দাবিকে সামনে রেখে এই শিক্ষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দাবিগুলো হচ্ছে, প্রশাসন ক্যাডারের ১৪০ জন কর্মকর্তাকে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট পদ থেকে প্রত্যাহার করতে হবে, অবিলম্বে অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করতে হবে, মন্ত্রণালয় অনুমোদিত পাঁচ হাজার পদ সৃষ্টি ও তিন হাজার অস্থায়ী শিক্ষককে স্থায়ী করতে হবে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সকল পদ শিক্ষা ক্যাডার দ্বারা পূরণ করতে হবে, ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সে শিক্ষকদের অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে এবং আড়াই বছর ধরে বন্ধ দুই হাজার প্রভাষকের সিলেকশন গ্রেড প্রদান করতে হবে। শিক্ষক সমাবেশের নেতৃত্ব দেবেন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন এবং মহাসচিব আইকে সেলিমউল্লাহ খোন্দকার।

এদিকে শনিবার সকালে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির উদ্যোগে সংস্থার কার্যালয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন আইকে সেলিমউল্লাহ খোন্দকার, মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন, মাসুমে রব্বানী খান, এসএম শফিকুল ইসলাম, খালেকুজ্জামান সবুজ প্রমুখ।

তোলেনি। এই ঘটনার জন্য তাই মার্কিন সৈন্যরাই দায়ী। ফিলিস্তিনী হোটেল ঘিরেও প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। অনেক বিক্ষোভকারীর হাতে ধরা ব্যানারে লেখা ছিল, 'মার্কিন সৈন্যরা নিরীহ লোকজনকে হত্যা করছে' ও 'বাড়িঘরের কাছে বোমা রাখা চলবে না'। ঘটনার জন্য হোসেন হাফিজ নামে এক বিক্ষোভকারী মার্কিনীদের দায়ী করে প্রশ্ন রাখেন, আমেরিকানরা কেন আমাদের বাড়িঘরের কাছে অস্ত্র ধ্বংস করছে? আরেক বিক্ষোভকারী বলেন, গত তিন দিন ধরে ইরাকী বাহিনীর পরিত্যক্ত অস্ত্র জড়ো করে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তা ধ্বংস করছিল মার্কিন সৈন্যরা। এ কারণেও ভয়াবহ এই বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটতে পারে।

বাগদাদের কোন কোন জায়গায় বিক্ষোভ এত প্রবল আকার ধারণ করে যে, মার্কিন সৈন্যদের লক্ষ্য করে পাথর ছুড়তে দেখা যায় বিক্ষোভকারীদের। আবার কোন কোনখানে মার্কিন সৈন্যদের লক্ষ্য করে গুলিও চালানো হয়। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে মার্কিন সেনাবাহিনীর সার্জেন্ট মেজর গ্যারি কোকার জানান, ঘটনাস্থল থেকে তিন কিলোমিটার দূরে ক্ষিপ্ত বিক্ষোভকারীরা তার সৈন্যদের ওপর গুলি চালায়। এতে কয়েক সৈন্য আহত হলেও বিক্ষোভকারীদের ওপর পাল্টা গুলি চালানো হয়নি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ইরাকী বাহিনীর পরিত্যক্ত অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করে ওই অস্ত্রভাণ্ডারটিতে তা জমা করে রাখা হচ্ছিল। ঘটনার জন্য মার্কিন সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন প্যাট্রিক সুলিভান শত্রুদের দায়ী করে বলেন, অস্ত্রভাণ্ডারটি লক্ষ্য করে চারটি গুলি চালানো হয়। তার একটির ঝলকানি থেকে অস্ত্রভাণ্ডারে বিস্ফোরণের সূচনা ঘটে। কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ঘটনা যেভাবেই ঘটুক না কেন ইরাকী জনগণের হৃদয় মন জয় করা মার্কিনীদের জন্য আরও কঠিন হয়ে গেল।